চুয়েটে আজও পানিসম্পদ শিক্ষার্থীদের ক্লাস-পরীক্ষা বর্জন

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (চুয়েট) পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় দিনের মতো ক্লাস-পরীক্ষাসহ সব ধরনের একাডেমিক কার্যক্রম থেকে বিরত রয়েছে। আজ সোমবার (২৮ জুলাই) সকাল থেকে শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবরেটরির সামনে তালা ঝুলিয়ে দিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

পূর্বঘোষিত কর্মসূচি হিসেবে গত রবিবার এ বর্জন শুরু করেন বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, চাকরির ক্ষেত্রে পরিচয় সংকট, ডিগ্রির স্বীকৃতি ঘাটতি এবং একাডেমিক স্বচ্ছতা না থাকায় ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন তারা।

অথচ প্রশাসন বারবার আশ্বাস দিলেও কার্যকর কোনো অগ্রগতি নেই। দীর্ঘদিনের দাবি বাস্তবায়িত না হওয়ায় আবারও এমন

কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানান শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, ২০১৫ সালে পুর ও পানিসম্পদ কৌশল নামে বিভাগটি চালু হলেও ২০১৮ সালে নাম পরিবর্তন করে সেটি পানিসম্পদ কৌশল করা হয়। এ কারণে সরকারি ও বেসরকারি প্রকৌশলভিত্তিক চাকরিতে আবেদন করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন তারা।

অথচ অনেক চাকরির বিজ্ঞাপনে পুর ও পানিসম্পদ কৌশল ডিগ্রিধারীরাই শুধু যোগ্য বিবেচিত হচ্ছেন, যেখানে চুয়েটের শিক্ষার্থীদের বর্তমান ডিগ্রি সেই মানদণ্ডে পড়ে না।

এই সংকট সমাধানে শিক্ষার্থীরা আগের নাম ও ডিগ্রি ফিরিয়ে আনার এক দফা দাবি জানিয়ে আসছেন। তাদের দাবি, ২০১৯-২০ সেশন থেকে বিভাগের আগের নাম ফিরিয়ে এনে ডিগ্রি প্রদান করতে হবে।

পানিসম্পদ কৌশল বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করেছিলাম নিরপেক্ষ যাচাই-বাছাইয়ে সমাধান আসবে।

কিন্তু তিন মাস পেরিয়েও এখনো কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারছে না প্রশাসন। এটা আমাদের জন্য খুবই হতাশাজনক।’

একই বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী হীরা দত্ত বলেন, ‘প্রশাসন বারবার সময় নিচ্ছে, আশ্বাস দিচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ

কিছুই হচ্ছে না। আমরা চাই একটি স্থায়ী ও যৌক্তিক সমাধান চাই, যেখানে আমাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। তাই এবার সব ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধভাবে দ্বিতীয়বারের মতো একাডেমিক কার্যক্রম বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

,

এ বিষয়ে পুর ও পরিবেশ কৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. সুদীপ কুমার পাল বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়টি একাডেমিক কাউন্সিলে গেছে। যাচাই-বাছাই কমিটি গঠিত হয়েছে এবং কাজ করছে। তবে কমিটির এক সদস্য ব্যক্তিগত কারণে পদত্যাগ করায় কিছুটা দেরি হচ্ছে। তার পরও আমরা চেষ্টা করছি দ্রুত সমাধান দিতে।’